I'm not robot
reCAPTCHA
I am not robot!

Siraj ud daulah natok pdf download

বইয়ের নাম: সিরাজউদ্দৌলা লেখক: সিকান্দার আবু জাফর আহ্ আহ্ আহ্ !!!এই প্রথম কোন নাটক পড়লাম কিন্তু এতটা ভাল লাগবে কল্পনাও করিনি সিকান্দার আবু জাফরের নাটক "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকটি পড়ে হৃদয় ও প্রাণ অভূতপূর্ব ভাল লাগায় ছেয়ে গেছে। কিন্তু কান্না এসেছে খুব। এই প্রথম এতটা কষ্ট পেয়েছি। যদিও জোছনা ও জননীর গল্প পড়ে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাওয়ার রেকর্ড ছিল কিন্তু আজ সে রেকর্ড ভেঙেছে। আরো একটি রেকর্ড ভেঙেছে। আমার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা হুমায়ূন আহমেদের বাদশাহ নামদার এ যাবৎকালের জন্য প্রথমে ছিল কিন্তু আজ সিরাজউদ্দৌলা পড়েই তাকে এক নম্বরের স্থানটি দিতে বাধ্য হয়েছি। চরিত্রাবলী: সিরাজউদ্দৌলা, নারানসিং (নবাবের গুপ্তচর), মোহনলাল, মীরমর্দান। ... একটি হাহাকার প্রজন্ম ও আমাদের পাঠ্যবই পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' লিখেছেন সিকান্দার আবু জাফর, পুরো নাম সৈয়দ আল হাশেমী আবু জাফর মুহম্মদ বখত সিকান্দার।। নাটকটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে। নাটকের প্লট সাজানো হয়েছে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে নিয়ে। ইতিহাসের ধূসর আবরণ থেকে নাটকের মূল উপাদান সংগৃহীত হলেও সিকান্দার আবু জাফর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নাটকে বর্তমান কালের জীবনজিজ্ঞাসাকে ইতিহাসের কাঠামোর মাঝে প্রতিস্থাপন করেছেন। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামশীল সত্তার প্রকাশের আগ্রহ থেকেই নাট্যকার সিরাজউদ্দৌলা স্মরণীয় লিখেছেন মহান দেশপ্রেমিক বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা [Download PDF]লেখক: সিকান্দার আবু জাফর ইউটিউব বইয়ের রিভিউয়ের লিংক ভিত্তিক সবসময় করার জন্য সিকান্দার আবু জাফর এর অনবদ্য রচনা সমগ্র ডাউনলোড করুন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি বাংলা সহপাঠ গাইড নাটক সিরাজউদ্দৌলা সিকান্দার আবু জাফরDrama: Sirajuddaula by Sikandar Abu Zafar pdf downloadনাটকের সংজ্ঞানাটক হচ্ছে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা। 'নাটক' শব্দটি এসেছে 'নট' শব্দ থেকে। এ নটের অর্থ হল নড়াচড়া করা, অঙ্গ চালনা করা। পক্ষান্তরে ইংরেজি 'Drama' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Draen' শব্দ থেকে। এর অর্থ হল 'to do' বা 'করা'। শব্দটির অর্থ হল অ্যাকশন অর্থাৎ কোনো কিছু করে দেখানো। নাটক মানবজীবনের কথা বলে। নাটক মানুষ ও সমাজের বিচিত্র ঘটনার কথা বলে। নাটকের মাঝে মানুষ ও মানবসমাজ মূর্ত হয়। তাই নাটক মানুষের দর্পণ, সমাজের দর্পণ, মানব ভাগ্যের দর্পণ। সংস্কৃত আলংকারিকগণ নাটককে দৃশ্যকাব্য আখ্যা দিয়েছেন। নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সংস্কৃত আলংকারিকগণ নাট্য-সাহিত্যকে কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্য দুই প্রকার: দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য এবং এই সকল প্রকার কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যই নাটক রসময়। নাটক দৃশ্য কলা ও শ্রব্য কলার সমন্বয় রঙ্গমঞ্চের সমন্বয়ে তা মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে। রঙ্গমঞ্চের সাহায্য ব্যতীত নাটকীয় বিষয় পরিস্ফুট হয় না। নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Elizabeth Drew বলেন- "Dremisthe Creation and representation of life in terms of the theatre."বস্তুত: নাটক একটি প্রয়োগিক শিল্প যা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত হয়। তাই স্থান, কাল, ঘটনা ও চরিত্রের সহিত নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাটকের আঙ্গিক ও গঠন কৌশলে ঐক্য থাকা প্রয়োজন। ঐক্যগুলো হলো-১. স্থানের ঐক্য (Unity of place)২. সময়ের ঐক্য (Unity of time)৩. rifubu ঘটনার ঐক্য (Unity of action)এ তিনটি ঐক্যের মূলে সাধন নাটক রচিত হয়। এখানে সময়ের ঐক্য বলতে বোঝানো হয়েছে যে কোনো একটি সময়ের পরিসর মাত্র, স্থানের ঐক্য বলতে বোঝানো হয়েছে জীবনের একটি ঘটনা স্থানের মাঝে মাত্র। কোনো ঘটনা একটি স্থলে ও সময়ের মাঝে মাত্র। আর এসব মাত্র এক বা অধিক চরিত্রের মাধ্যমে। আসলে নাটক কোনো একক শিল্প নয়। নাটক যৌথ শিল্প। অর্থাৎ নাট্যকার, নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চ, সংগীত, আলোক প্রক্ষেপণ, দর্শক-শ্রোতা-ইত্যাদি মিলে নাটক। তবে নাট্যকার, নির্দেশনা, শিল্প ও অভিনয় দক্ষতার আলোকে একটি নাটকের সার্থকতা নিরূপণ করা হয়। একটি নাটকে কয়েকটি আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য থাকে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে নাট্যকার সফল ও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে চায়। নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- ১. প্রারম্ভ,২. duxoyomoxu প্রবাহ৩. উৎকর্ষ,৪. গ্রন্থিমোচন৫. পরিণতিএ ছাড়া প্রতিটি নাটকে বিভিন্ন অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভাজন থাকে। প্রাচীন যুগে নাটক পাঁচ অঙ্কে বিশিষ্ট হত। আর প্রতিটি অঙ্কে কয়েকটি দৃশ্য থাকত। আধুনিক যুগে এ সনাতন পদ্ধতি ভেঙে নানা বিচিত্রতা এসেছে। এখন নাটক পাঁচ অঙ্কে হয় না। দুই বা তিন অঙ্কের নাটক এ যুগে প্রাধান্য পেয়েছে। এ যুগে একাঙ্কিকা নাম এক ধরনের এক অঙ্কের নাটক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নাটক এখন মঞ্চের সীমানা পেরিয়ে বেতার ও টিভিতে স্থান করে নিয়েছে। নাটকের দৃশ্য ও চরিত্রে কমে গেছে। আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে নাটকের প্রথাগত বিভাজন লোপ পেয়েছে। আজকাল নাটকে নানা প্রযুক্তিগত কৌশল ও অনেক অভিনব নাট্য রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। নাটকের শ্রেণিবিভাগনাটকের বিষয়বস্তু ও জীবনবোধের আলোকে নাটককে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক, রূপক নাটক, কাব্য নাটক, গীতি নাট্য ইত্যাদি। ক.

প্রারম্ভ,২.

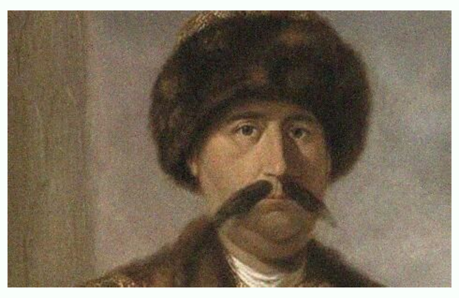

প্রবাহ৩. উৎকর্ষ,৪. গ্রন্থিমোচন৫. পরিণতিএ ছাড়া প্রতিটি নাটকে বিভিন্ন অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভাজন থাকে। প্রাচীন যুগে নাটক পাঁচ অঙ্কে বিশিষ্ট হত। আর প্রতিটি অঙ্কে কয়েকটি দৃশ্য থাকত। আধুনিক যুগে এ সনাতন পদ্ধতি ভেঙে নানা বিচিত্রতা এসেছে। এখন নাটক পাঁচ অঙ্কে হয় না। দুই বা তিন অঙ্কের নাটক এ যুগে প্রাধান্য পেয়েছে। এ যুগে একাঙ্কিকা নাম এক ধরনের এক অঙ্কের নাটক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নাটক এখন মঞ্চের সীমানা পেরিয়ে বেতার ও টিভিতে স্থান করে নিয়েছে। নাটকের দৃশ্য ও চরিত্রে কমে গেছে। আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে নাটকের প্রথাগত বিভাজন লোপ পেয়েছে। আজকাল নাটকে নানা প্রযুক্তিগত কৌশল ও অনেক অভিনব নাট্য রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। নাটকের শ্রেণিবিভাগনাটকের বিষয়বস্তু ও জীবনবোধের আলোকে নাটককে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক, রূপক নাটক, কাব্য নাটক, গীতি নাট্য ইত্যাদি। ক. ঐতিহাসিক নাটক: ইতিহাস থেকে কোনো কাহিনি ঘটনা চরিত্র নিয়ে যদি কোনো নাটক রচনা করা হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত না ঘটিয়ে নব রূপ দান করেন। যেমন- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা', ড.

ঘটনার ঐক্য (Unity of action)এ তিনটি ঐক্যের মূলে সাধন নাটক রচিত হয়। এখানে সময়ের ঐক্য বলতে বোঝানো হয়েছে যে কোনো একটি সময়ের পরিসর মাত্র, স্থানের ঐক্য বলতে বোঝানো হয়েছে জীবনের একটি ঘটনা স্থানের মাঝে মাত্র। কোনো ঘটনা একটি স্থলে ও সময়ের মাঝে মাত্র। আর এসব মাত্র এক বা অধিক চরিত্রের মাধ্যমে। আসলে নাটক কোনো একক শিল্প নয়। নাটক যৌথ শিল্প। অর্থাৎ নাট্যকার, নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চ, সংগীত, আলোক প্রক্ষেপণ, দর্শক-শ্রোতা-ইত্যাদি মিলে নাটক। তবে নাট্যকার, নির্দেশনা, শিল্প ও অভিনয় দক্ষতার আলোকে একটি নাটকের সার্থকতা নিরূপণ করা হয়। একটি নাটকে কয়েকটি আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য থাকে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে নাট্যকার সফল ও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে চায়। নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- ১. প্রারম্ভ,২. প্রবাহ৩. উৎকর্ষ,৪. moyafo গ্রন্থিমোচন৫. পরিণতিএ ছাড়া প্রতিটি নাটকে বিভিন্ন অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভাজন থাকে। প্রাচীন যুগে নাটক পাঁচ অঙ্কে বিশিষ্ট হত। আর প্রতিটি অঙ্কে কয়েকটি দৃশ্য থাকত। আধুনিক যুগে এ সনাতন পদ্ধতি ভেঙে নানা বিচিত্রতা এসেছে। এখন নাটক পাঁচ অঙ্কে হয় না। দুই বা তিন অঙ্কের নাটক এ যুগে প্রাধান্য পেয়েছে। এ যুগে একাঙ্কিকা নাম এক ধরনের এক অঙ্কের নাটক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নাটক এখন মঞ্চের সীমানা পেরিয়ে বেতার ও টিভিতে স্থান করে নিয়েছে। নাটকের দৃশ্য ও চরিত্রে কমে গেছে। আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে নাটকের প্রথাগত বিভাজন লোপ পেয়েছে। আজকাল নাটকে নানা প্রযুক্তিগত কৌশল ও অনেক অভিনব নাট্য রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। নাটকের শ্রেণিবিভাগনাটকের বিষয়বস্তু ও জীবনবোধের আলোকে নাটককে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক, রূপক নাটক, কাব্য নাটক, গীতি নাট্য ইত্যাদি। ক. lofapuhikuhuli ঐতিহাসিক নাটক: ইতিহাস থেকে কোনো কাহিনি ঘটনা চরিত্র নিয়ে যদি কোনো নাটক রচনা করা হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত না ঘটিয়ে নব রূপ দান করেন। যেমন- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা', ড. এল রায়ের 'শাহজাহান', মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর', আসকার ইবনে শাইখের 'তিতুমীর', 'অগ্নিগিরি', 'রক্তপদ্ম', সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মহাকবি আলাওল' ইত্যাদি। খ. সামাজিক নাটক: যে নাটক সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত হয় সে নাটককে সামাজিক নাটক বলা হয়। সামাজিক নাটক রচিত হয় সমাজ প্রচলিত রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণকে ভিত্তি করে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সামাজিক নাটকের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। আর সামাজিক নাটকের জনপ্রিয়তাও অনেক বেশি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ', 'সধবার একাদশী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'হারানিধি', 'বলিদান', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস', সাঈদ আহমদের 'কালো বেল' ইত্যাদি। গ. কাব্য নাটক: কাব্য ও নাটকের উভয়ের শর্ত পূরণ করে যে নাটক রচিত হয়, তাকে কাব্য নাটক বলা হয়। অর্থাৎ কাব্য গুণ ও নাট্যগুণের সমন্বয়ে রচিত হয় কাব্য নাটক। বাংলা সাহিত্যে এ ধারার সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'বিসর্জন' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নাটক। বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' ও 'কাল সন্ধ্যা', সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'ঈর্ষা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কাব্য নাটক। ঘ. গীতি নাট্য: নাচ, গান ও নাটক-এ তিন সুকুমার শিল্পের সমন্বিত রচনাকে গীতি নাট্য বলে। এখানে নাচের মাধ্যমে বিশিষ্ট প্রকাশ পায়। আর গানের মাধ্যমে কাহিনি এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'মায়ার খেলা', 'রক্তকরবী', 'তাসের খেলা', 'অচলায়তন' ইত্যাদি এ পর্যায়ের নাটক। ঙ. রূপক সাংকেতিক নাটক: যখন কোনো বাস্তব ঘটনা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা যায় না, তখন রূপকের প্রয়োজন হয় বিশেষ কোনো তত্ত্ব প্রকাশ বা অত্যন্ত গভীরতর কোনো তত্ত্বকে সত্য প্রকাশ করার জন্য নাট্যকার যখন রূপকের আশ্রয়ে নাটক রচনা করেন। তখন তাকে রূপক-সাংকেতিক নাটক বলে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', 'ডাকঘর' ইত্যাদি রূপক সাংকেতিক নাটক। নাটকের রসগত দিক থেকে নাটককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এ জাতীয় নাটকের পরিসমাপ্তি মাত্র তীব্র বেদনায় ও বিরহে, এ নাটক বিয়োগান্ত। যেমন-ক. wohaverovo ট্রাজেডি: ট্রাজেডি নাটকের মূলে থাকে ব্যক্তি ও আত্মার বেদনাবোধ, বিক্ষুব্ধ, তীব্র যন্ত্রণা ও হাহাকার। যেমন, 'ডক্টর ফস্টাস', 'ম্যাকবেথ', হ্যামলেট প্রভৃতি। খ. কমেডি: এ নাটকের পরিসমাপ্তি আনন্দে বা মিলনে। গ.

মেলোড্রামা: এক ধরনের অতি নাটক। এটিও বিয়োগান্ত নাটক। ঘ. ট্রাজিকমেডি: এ নাটক ট্রাজেডি ধরনের হাস্যরসের নাটক। ঙ. প্রহসন: ব্যক্তি ও সমাজের অসঙ্গতি দেখানোর জন্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপের নাটক। বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসপালাগান ও যাত্রা বাংলা নাটকের প্রাচীন উৎস। তবে আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব মূলত ইংরেজি নাটকের প্রভাব। আর এর সূত্রপাত মূলত আঠার শতকে। একজন রুশ নাগরিকের হাতে বাংলা নাটকের সূচনা। তাঁর নাম হেরাসিম লেবেদেফ তিনি মুনশী গোলকনাথ দাসের সহযোগিতায় 'The disguis' এবং 'Love is the best doctor' নামে দুটি ইংরেজি প্রহসন বাংলায় অনুবাদ করেন। আর এগুলো কলকাতায় মঞ্চায়ন হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর ভাবানুবাদ, তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং রাম নারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য নাটক। আধুনিক বাংলা নাটকের জনক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ইত্যাদি তাঁর সার্থক নাটক। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁর দুটো সার্থক প্রহসন। সামাজিক নাটক প্রবর্তন করেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর রচিত 'নীলদর্পণ', 'নবীন তপস্বিনী' 'সধবার একাদশী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', 'বসন্ত কুমারী' এবং প্রহসন 'এর উপায় কি' ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের সার্থক নাটক। উনিশ শতকের শেষ দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' ইত্যাদি নাটক এবং 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'হঠাৎ নবাব', 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' ইত্যাদি প্রহসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর বাংলা নাটকের হাল ধরেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল প্রমুখ প্রতিভাধর নাট্যকারগণ। তাঁদের প্রতিভায় বাংলা নাটক সাফল্যের প্রাপ্ত সীমায় পৌঁছে। ...

Your Donation Will Be Matched 1-to-1! Can You Chip In?Dear Patron: Please don't scroll past this. The Internet Archive is a nonprofit fighting for universal access to quality information. hezo We build and maintain all our own systems, but we don't charge for access, sell user information, or run ads. Instead, we're powered by online donations averaging about $14. We'd be deeply grateful if you'd join the one in a thousand users that support us financially. Right now, we have a matching gift campaign that will double the impact of every donation. We understand that not everyone can donate right now, but if you can afford to contribute this Wednesday, we promise it will be put to good use. Our resources are crucial for knowledge lovers everywhere—so if you find all these bits and bytes useful, please pitch in. Your Donation Will Be Matched! Can You Chip In?Dear Patron: Please don't scroll past this. nami Right now we have a matching gift campaign that will double the impact of every donation. We understand that not everyone can give right now, but if you can afford to contribute this Wednesday, we promise it will be put to good use. If you find all these bits and bytes useful, please pitch in.